ইভ টিজিং প্রসঙ্গে

বিপ্লব মুখোপাধ্যায়

‘ইভ টিজিং’ -- অতি পরিচিত শব্দ, অতি পরিচিত ঘটনা । এর নানা দৃষ্টান্ত প্রতিদিনই চোখে পড়ে, এখানে ওখানে, নানান রূপে । ইভটিজিং-এর কোনও ঘটনার সাক্ষী হিসেবে নিজেকেই অপ্রস্তুত লাগে, এক ধরনের অসহায়তাবোধ গ্রাস করে মনকে । এরকম ক্ষেত্রে অনেকেরই হয়তো মনে ইচ্ছা জাগে প্রতিবাদ করার, কিন্তু মধ্যবিত্তসুলভ ভীরুতা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় । ‘কী দরকার ফাল্‌তু ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার’- এই মানসিকতা আমাদের বাধ্য করে প্রতিবাদহীনতায় ।

ইভটিজিং কোনো নবোত্থিত সমস্যা নয়, অতীতেও ছিল । তবে যত দিন যাচ্ছে এ সমস্যা ততই বাড়ছে - চরিত্রগত পরিমাণগত, উভয় দিক থেকেই । একসময় ইভটিজিং-এর লক্ষ্য ছিল কেবলমাত্রই অবিবাহিতা সুন্দরী যুবতীরা । এখন প্রায় সব বয়সের সব মেয়েরাই ইভটিজিং-এর শিকার, বালিকারা বাদ যাচ্ছে না, পরিণত বিবাহিতাদেরও ছাড় নেই । কিশোর বা তরুণ ইভটিজিং করলে তাকে বয়সের ধর্ম বলা যেতে পারে, কিন্তু চমকে যেতে হয় যখন দেখা যায় মধ্যবয়সী পুরুষ তার নিজের কন্যার বয়সী মেয়ের প্রতি অশালীন ইঙ্গিত করছে ।

কথাবার্তা বা অঙ্গভঙ্গির দ্বারা কোনও মহিলাকে বিরক্ত বা উত্তক্ত করা -- এটিই ইভটিজিং-এর সংজ্ঞা । নির্ভেজাল ইভটিজিং এটুকুতেই সীমাবদ্ধ । কিন্তু বহুক্ষেত্রেই এ সীমা লঙ্ঘিত হয় । নারীকে শারীরিকভাবে নিগৃহীত হতে হয় । পোশাক ধরে টানা, গায়ে হাত দেওয়া, শ্লীলতাহানির চেষ্টা -- এগুলোও ঘটে যায় বহু ক্ষেত্রে, অনুকূল পরিস্থিতি বা সুযোগ মিলে গেলে ।

ইভটিজিং - আইনের ব্যাখ্যা

ইন্ডিয়ান পেনাল কোড-এর (IPC) ৩৫৪ এবং ৫০৯ ধারা দুটি বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক । ৩৫৪ নং ধারা অনুসারে -- কোনো মহিলার শ্লীলতাহানি করতে চেয়ে যদি কেউ বলপ্রয়োগ করে, বা বলপ্রয়োগের ফলে মহিলার শ্লীলতাহানি হতে পারে এটা জেনে-বুঝেও যদি কেউ বলপ্রয়োগ করে, তবে তার দুই বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড ও তার সঙ্গে অর্থদন্ড হতে পারে । ৫০৯ ধারা অনুসারে -- কোনো মহিলার শ্লীলতাহানি করতে চেয়ে যদি কেউ অপমানজনক কথা বলে বা ইঙ্গিত করে বা মুখভঙ্গি করে বা কোনও একটা কিছু দেখিয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত করে, তাহলে ওই আচরণকে শ্লীলতাহানি বলা হবে । এছাড়া, সেই মহিলার যদি ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হয়, তাকেও শ্লীলতাহানি বলা হবে । এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এক বৎসরের সাধারণ কারাদন্ড অথবা অর্থদন্ড বা সাধারণ কারাদন্ডসহ অর্থদন্ড দেওয়ার বিধান আছে ।

৩৫৪ এবং ৫০৯ উভয় ধারার ব্যাখ্যাতেই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ‘‘The essence of a woman's modesty is her sex. ’’ অর্থাৎ নারীর শ্লীলতা বা মর্যাদার মূল বিষয়বস্তু হল তার যৌনতার সুরক্ষা, সুস্থতা এবং স্বাভাবিকতা । ৫০৯ ধারার ব্যাখ্যায় আরো বলা হয়েছে , ‘‘The modesty of an adult female is writ large on her body.’’ অর্থাৎ পূর্ণবয়স্কা নারীর শরীর তার শালীনতার আধার । আমাদের আলোচনার বিষয় ইভটিজিং, মানে নারীর সেই যৌন অসম্মান যেখানে দৈহিক বলপ্রয়োগ অনুপস্থিত (অর্থাৎ ৫০৯ ধারায় অভিযুক্ত অপরাধ) । নির্ভেজাল ইভটিজিং এটাই । তবে বলপ্রয়োগহীন শ্লীলতাহানি বলপ্রয়োগযুক্ত শ্লীলতাহানীতে পরিণত হতে পারে , এবং হয়ে থাকে বহুক্ষেত্রেই ।

ইভটিজিং -- প্রশাসনের অভিমত

স্থানীয় বেশ কয়েকটি থানায় যোগাযোগ করে যে চিত্র পাওয়া গিয়েছিল তা চমকপ্রদ । ইভটিজিং-এর অভিযোগ জানিয়ে থানায় F I R-এর ঘটনা প্রায় বিরল বলা চলে ; অর্থাৎ IPC-র শুধুমাত্র ৫০৯ ধারায় অভিযোগ দায়ের তেমন ঘটে না । অথচ এরকম ক্ষেত্রে কেবলমাত্র মহিলার লিখিত অভিযোগই যথেষ্ট, কোনও সাক্ষীসাবুদেরও প্রয়োজন হয় না । পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করবেই এবং আদালতে মামলা উঠবে । যদিও অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়ে অপরাধীর শাস্তি হওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার -- এমন অভিমত অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার এবং আইনজীবীদেরও ।

কিন্তু মেয়েরা টিজিং-এর শিকার হয়েও থানায় লিখিত অভিযোগ জানায় না কেন ? পুলিশ অফিসারদের মতে, বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া কোনও মেয়েই এইসব ফালতু ঝামেলায় জড়াতে চায় না । তাই প্রতিদিন যে অজস্র ইভটিজিং-এর ঘটনা ঘটছে তা থানা পর্যন্ত পৌঁছয় না । তবে যেক্ষেত্রে কোনো মেয়ে ধারাবাহিকভাবে কোনো বিশেষ পুরুষ / পুরুষদের দ্বারা উত্যক্ত হয়, সেক্ষেত্রে থানায় অভিযোগ করা হয় অনেক সময়, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৌখিক, লিখিত নয় । যেমন, স্কুলে বা কোচিং সেন্টারে যাওয়ার পথে কোনো মেয়ে প্রতিদিন অশালীন মন্তব্য এবং কুৎসিত ইঙ্গিতের শিকার হচ্ছে ; এরকম ক্ষেত্রে একদম শেষ পর্যায়ে নিতান্ত বাধ্য হয়েই মেয়েটির অভিভাবক থানায় এসে অভিযোগ জানিয়ে প্রতিকার চান । পুলিশ টিজারদের ধরেও ফেলে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে দু'চারটে চড়-থাপ্পড় দিয়ে বা কিছুক্ষণ লক-আপে আটকে রেখে ছেড়ে দেওয়া হয় । এতে কিছুটা কাজ হয় সন্দেহ নেই তবে অন্যথাও ঘটে । কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বয়ং অভিভাবকই
ছেলের অপকর্মের কথা মানতে চান না , পুলিশের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ আনেন ছেলেকে 'অকারণ' ধরে আনার জন্য । . .আর রাজনৈতিক নেতাদের অপরাধীকে ছেড়ে দেবার অনুরোধ (আসলে নির্দেশ) আলাদাভাবে আর উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না ।

আত্মীকরণ

অতি শৈশব থেকেই শিশু তার পারিবারিক ও সামাজিক প্রভাবে কতকগুলি মানবিক গুণকে সম্মান করতে শেখে এবং এগুলি যেসব ব্যক্তিদের মধ্যে আছে তাদের শ্রদ্ধা করতে শেখে । আদর্শ চরিত্রের গুণাবলীকে অণুকরণ ও আত্মীকরণ আপন জীবন পরিচালনায় প্রভাব বিস্তার করে । পারিবারিক বাতাবরণে শিশুর আদর্শ বাবা কিংবা মা । এরপর স্কুলে এবং কলেজে এক বা একাধিক বিশেস শিক্ষক আদর্শ হিসেবে গণ্য হন । তার গন্ডী যতই প্রসারিত হতে থাকে , ততই আরো কিছু অনুকরণীয় চরিত্র আসে । এভাবে ধাপে ধাপে গড়ে ওঠে চারিত্রিক কাঠামো । . . . এই সূত্রটি এখনো একই আছে , কিন্তু সামাজিক চালচিত্র বদলে গেছে । বর্তমান কালে অনেক বাবা-মায়ের আচরণই শিশুর কাছে দৃষ্টান্তস্থানীয় নয় । শিক্ষকরা মর্যাদা হারিয়েছেন নিজেদের দোষে ; টিউশন -নির্ভর দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক শিক্ষকদের অর্থপ্রাপ্তি বাড়িয়েছে বটে কিন্তু ছাত্রদের শ্রদ্ধা তাঁরা হারিয়েছেন । একদা বামপন্থী রাজনৈতিক নেতাদের ত্যাগী ও আদর্শবাদী চরিত্র বিপুল সংখ্যক ছাত্র-যুবককে অনুপ্রাণিত করত' । কিন্তু এখন বামপন্থী মন্ত্রী-নেতা এমনকি ছাত্রনেতারাও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কাছে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পাত্র । একথা বলার মধ্যে কোনো অতিকথন নেই যে, একালে এমন আদর্শবাদী চরিত্র অত্যন্ত বিরল যাকে ছাত্র-তরুণ- যুব সমাজ আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে পারে । এই শূন্যস্থান ভরাট করেছে প্রধানত চিত্রতারকারা । তারাই আজ হিরো, রোল মডেল, অনুকরণীয়, অনুসরণীয় । কর্কশ ব্যক্তিত্ব , স্টাইলিশ চলাফেরা, উদ্ধত ভাষা । ভঙ্গিতে দুনিয়া দখলদারী ভাব ।পছন্দের মেয়েটিকে তার চাই । উত্তক্ত করে, ভয় দেখিয়ে , প্রয়োজনে মারদাঙ্গা করে তুলে নিয়ে আসতে হবে -- ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মোটামুটি এই তো গল্প । এ জাতীয় চরিত্রই ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে আজকের তরুণ সমাজকে । এই ইমেজের জন্য শুধুমাত্র ইভটিজিং নয়, বিভিন্ন ধরনের যৌন অপরাধের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটছে -- এ সিদ্ধান্ত আইনবিদ, মনোচিকিৎসক এবং পুলিশ প্রশাসনেরও ।

[আগামী মাসে বাকি অংশ]